দৈনিক ইনকিলাব

১০
৪৭৯

13 SEP 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... 5

শিক্ষা

পূর্ব প্রকাশিতের পর

এর কারণ হচ্ছে, নৈতিকতার দিক দিয়ে শিক্ষকতার পেশাটি যতই সম্মানজনক হোক না কেন, বাস্তবে আমাদের দেশের শিক্ষকগণ সমাজের চোখে যেন নিতান্তই কৃপার পাত্র। সমাজের কাছ থেকে তাঁদের ন্যায্য সম্মানটুকু থেকে আজ নিদারুণভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা। একদিন যে পেশাটি ছিল সমাজের সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা, বর্তমানে সেটাই যেন হয়ে পড়েছে সবচেয়ে অবহেলিত।

আমাদের শিক্ষকদের অদক্ষতার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, শিক্ষাঙ্গনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। (বলা বাহুল্য, আমি মানসিক পরিবেশের কথাই বলছি।) অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মাঝে যেমন প্রাণী জগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে, শিক্ষাক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। বিভিন্ন প্রকার অশুভ তৎপরতা আর নোংরামীতে যদি শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তবে সেখানে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না। শিক্ষকদের দক্ষতা অর্জনের পথেও বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

এখন আমরা আলোচনা করে দেখবো, কোন্ কোন্ বিশেষ জীবাণুতে আমাদের শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশসমূহ দুষিত হয়ে পড়েছে।

শিক্ষক-কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক ঃ

শিক্ষাঙ্গনে উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশের জন্য শিক্ষক-কর্তৃপক্ষের মধ্যে সন্তোষজনক সম্পর্ক বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু শুনতে অপ্রিয় হলেও এ ধ্রুব সত্যটা থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি না যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সম্পর্ক মোটেই সন্তোষজনক নয়। সেখানে শিক্ষকগণ যেন কর্তৃপক্ষের হাতের ক্রীড়ানক হয়ে কোন রকমে বিদ্যালয় গৃহটাকে আঁকড়ে

জন্য একটি স্বল্প বেতনের চাকরিকে দাঁতে-মুখে কামড়ে ধরে রাখবার বিনিময়ে ছাত্রদের শুধুমাত্র সনন্তুষ্টি সাধনই যেন একমাত্র কর্তব্য আর দায়িত্বে এসে ঠেকেছে আজকের শিক্ষকদের। এহেন পরিস্থিতি আর পরিবেশের মধ্যে দক্ষতা অর্জন দূরের কথা, এই নিরীহ শিক্ষক [redacted] যে এখনও জানে-প্রাণে বেঁচে [redacted]টাই অনেক ভাগ্যের জোর। [redacted]ক্ষণের আলোচনাতে [redacted] আমাদের দুর্ভাগ্যের যে [redacted] আলোচনা করা হয়েছে, তার ব্যতিক্রম আছে বৈকি! আর আছে বলেইতো এখনও না ম'রে বেঁচে আছে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। এখনও দক্ষ শিক্ষকবৃন্দ অলংকৃত করে আছেন এই পবিত্র দেশটিকে।

কিন্তু একথা আমাদের দুঃখের সাথে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আলোচিত জীবাণুগুলি আজ আমাদের দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। ভলটেয়ার সাহেবের উক্তিটি আজ আমাদিগকে আংকিতভাবে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে।

তাই একটি সমাজ, একটি দেশ, একটি জাতিকে তেমনি একটি সর্বনাশা আণবিক বিস্ফোরণের চেয়েও ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করার জন্য এদেশের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, কর্তৃপক্ষ নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণীর নাগরিকবৃন্দকে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আর সে প্রয়োজন আমাদের আজকের সবচেয়ে বড় জাতীয় নৈতিক দায়িত্বও বটে।

শিক্ষকদের অদক্ষতার কারণ

আ, শ, ম, বাবর আলী এম, এ, বি-এড

পড়ে থাকেন শুধুমাত্র জীবনটাকে জি[redacted] রাখবার তাগিদে। শিক্ষাদান কার্যের চেয়ে কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনটাই যেন আজকের শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এর ব্যতিক্রম ঘটলে শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষকদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পুরিপুরোরূপে হরণ করে নিরীহ এই শিক্ষকদের গোটা জীবনটাকেই পঙ্গু করে দেওয়া হয়। এরফলে শিক্ষকগণ আপন পেশাতে দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হতে পারেন না।

শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ঃ

শিক্ষক-অভিভাবকের অমধুর সম্পর্ক শিক্ষকের দক্ষতা অর্জনের পথে যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। দুঃখের কথা, আমাদের দেশের শিক্ষকগণ সে অভিশাপ থেকে মুক্ত নন। অনেক অভিভাবক শিক্ষকগণের ঋণের পরিসীমা সামান্য মাত্র অর্থের আওতা থেকে মুক্ত ভাবতে পারেন না। শিক্ষকদের সাথে তাঁদের সম্পর্ককে তাঁরা শুধুমাত্র কয়েকটি মুদ্রার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখতে প্রয়াস পান। এতে শিক্ষকদের মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যা তাঁদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনে যথেষ্ট বিঘ্নের সৃষ্টি করে।

শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক ঃ

শিক্ষকদের মধ্যে আত্মকলহই তাঁদের অদক্ষতার অন্যতম কারণ। কোনো কোনো শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেন ব্যক্তিগত দলীয় স্বার্থে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তাঁরা বিভিন্ন দলীয় মনোভাবযুক্ত হয়ে পড়েন। অনেক সময় বেশ কয়েকটি অশুভ দল গড়ে ওঠে তাঁদেরকে কেন্দ্র করে। এই সকল দলের মাধ্যমে একদল শিক্ষক অপর আর একদল শিক্ষককে বিভিন্ন প্রকারে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের কার্যে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। আর তখনই ধীরে ধীরে অদক্ষতার কালো মসী রেখা টিপ কেটে বসতে শুরু করে তাঁদের কপালে।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঃ

শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে

শিক্ষক-কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক ঃ

শিক্ষাঙ্গনে উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশের জন্য শিক্ষক-কর্তৃপক্ষের মধ্যে সন্তোষজনক সম্পর্ক বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু শুনতে অপ্রিয় হলেও এ ধ্রুব সত্যটা থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি না যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সম্পর্ক মোটেই সন্তোষজনক নয়। সেখানে শিক্ষকগণ যেন কর্তৃপক্ষের হাতের ক্রীড়ানক হয়ে কোন রকমে বিদ্যালয় গৃহটাকে আঁকড়ে পড়ে থাকেন শুধুমাত্র জীবনটাকে জিয়িয়ে রাখবার তাগিদে। শিক্ষাদান কার্যের চেয়ে কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনটাই যেন আজকের শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এর ব্যতিক্রম ঘটলে শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষকদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পুরিপুরোরূপে হরণ করে নিরীহ এই শিক্ষকদের গোটা জীবনটাকেই পঙ্গু করে দেওয়া হয়। এরফলে শিক্ষকগণ আপন পেশাতে দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হতে পারেন না। শিক্ষাদান কার্যের চেয়ে নড়বড়ে সংসারটাকে কোন রকমে আগলে রাখবার জন্য একটি স্বল্প বেতনের চাকরিকে দাঁতে-মুখে কামড়ে ধরে রাখবার বিনিময়ে ছাত্রদের শুধুমাত্র সনন্তুষ্টি সাধনই যেন একমাত্র কর্তব্য আর দায়িত্বে এসে ঠেকেছে আজকের শিক্ষকদের। এহেন পরিস্থিতি আর পরিবেশের মধ্যে দক্ষতা অর্জন দূরের কথা, এই নিরীহ শিক্ষক জাতটা যে এখনও জানে-প্রাণে বেঁচে আছেন— সেটাই অনেক ভাগ্যের জোর।

অবশ্য এতক্ষণের আলোচনাতে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দুর্ভাগ্যের যে কারণগুলি আলোচনা করা হয়েছে, তার ব্যতিক্রম আছে বৈকি! আর আছে বলেইতো এখনও না ম'রে বেঁচে আছে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। এখনও দক্ষ শিক্ষকবৃন্দ অলংকৃত করে আছেন এই পবিত্র দেশটিকে।